সংবাদ

তারিখ ... 14 MAR 2012 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিক্ষা আইনের খসড়া উপস্থাপন

বৈষম্যহীন ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা কমিশন

● অনুমোদন ছাড়া প্রতিষ্ঠান চালু করলে জরিমানা

রাকিব উদ্দিন

বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক ও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা কমিশন গঠনকে প্রাধান্য দিয়ে 'শিক্ষা আইন-২০১২'র খসড়া প্রণয়ন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল খসড়া আইনের ওপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খসড়া আইনে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানকারী সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতের জন্য 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' গঠন এবং প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা সব শিশুর অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অনুমোদন ছাড়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা চালু করলে দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড হবে। খসড়া শিক্ষা আইনে, শিক্ষা বলতে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, চিত্তের সমৃদ্ধি এবং জ্ঞান আহরণ ও সৃষ্টি, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যাবে এমন শিখন প্রক্রিয়া, যা অক্ষরজ্ঞান থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিস্তৃতকে বুঝানো হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি ধারায় (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) গুণ-মানভিত্তিক সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়সমূহ অর্থাৎ বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক এবং এসব বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত

শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

শিক্ষা : আইনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এক সভায় গতকাল বিকেলে শিক্ষা আইনের খসড়া উপস্থাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, শিক্ষা আইন প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ও শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। আইন প্রণয়ন কমিটির সদস্য এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রবীণ শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহম্মেদ প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী 'সংবাদ'কে বলেন, আমরা খসড়া আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি। আগামী ২৮ মার্চের মধ্যে এর ওপর লিখিত মতামত প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন কমিটির সদস্য এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা হয়েছে। এরপর ২৮ মার্চ পরবর্তী সভায় খসড়াটি পুনরায় উপস্থাপন করে এটি ওয়েবসাইটে দিয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামত চাওয়া হবে। সর্বস্তরের মানুষের মতামতের ভিত্তিতেই খসড়াটি চূড়ান্ত করা হবে বলেও শিক্ষা সচিব জানিয়েছেন।

নিয়ন্ত্রণে আসছে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল : খসড়া শিক্ষা আইনে বলা হয়েছে, 'ও লেভেল' (অর্ডিনারি) এবং 'এ লেভেল' (এডভান্সড) পর্যায়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা করতে হবে। উভয়ক্ষেত্রে সাধারণ ধারার সমপর্যায়ের বাংলা ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ইংরেজি মাধ্যমসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর বেতন ও অন্য ফি সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। কোন প্রতিষ্ঠান এর ব্যত্যয় ঘটালে তা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বা নিবন্ধন বাতিলসহ অন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এছাড়া শিক্ষা বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা নিবন্ধন ছাড়া মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ, ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসা পরিচালনা করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ টাকা জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ভর্তি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি সম্পর্কে খসড়া আইনে বলা হয়েছে, যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির চাপ সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে সে সব প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, দুটি শিফট চালু করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, অবকাঠামোর সম্প্রসারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ দাখিল করতে হবে। গাইড বই, নোট বই, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং বন্ধে সরকার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। গাইড বই, নোট বই তৈরি ও সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিদ্যমান আইনের সংস্কার করা হবে। শিক্ষা বোর্ডসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য তাদের আন্ত:বোর্ড বদলির ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার্থীর পরিচিতিতে মাতা-পিতা উভয়ের নাম এবং প্রয়োজনবোধে আইনগত অভিভাবকদের নাম উল্লেখ করতে হবে। পরীক্ষা পাসের সনদ ও অন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাতা-পিতা উভয়ের নাম উল্লেখ থাকবে।

শিক্ষা প্রশাসন : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর নির্দেশনা অনুসারে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংবিধিবদ্ধ স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে (এনটিআরসিএ) বিলুপ্ত করে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসা এবং কলেজের পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক পৃথক 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' গঠন করা হবে। সব ধারার সব স্তরের প্রতিটি বেসরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে মাউশি, শিক্ষা বোর্ড বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় প্রশাসন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হবে। তবে এক ব্যক্তি একই স্তরের সর্বোচ্চ তিনটির বেশি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি বা সদস্য নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারবে না। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য আচরণবিধি তৈরি করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা : পর্যায়ক্রমে চার বছর বয়সের শিশুদের জন্য দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু ছয় বছর বয়সসীমা বাধ্যতামূলক করা হবে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগে বিদ্যমান ৬০ ভাগ নারী, প্রতিবন্ধীসহ অন্য কোটা অপরিবর্তিত থাকবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে আদিবাসী ও সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালি সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন আদিবাসীর নিজ নিজ সংস্কৃতি পরিপন্থী কোন কার্যক্রম পরিচালনা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি এর ব্যত্যয় ঘটালে সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে বলে খসড়া আইনে বলা হয়েছে।